কেন্দ্রিয় চরিত্র নাদু

জীবনময় দত্ত

অসীমানন্দবাবু ইতিহাসের শিক্ষক। ছাত্রদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও রয়েছে। পড়ানোর সুনামের জন্য কয়েকজন শিক্ষক সহকর্মী নাকি তাঁকে পছন্দ করেন না। খবরটা অবশ্য তিনি সরাসরি নিজের কানে শোনেননি। তবুও মনটা খচ্‌খচ্‌ করে। মাঝে মাঝে খারাপও লাগে। তবে স্কুলে যেদিন ক্লাস নাইনে ক্লাস নিতে হয় সেদিনই তাঁর মন ও মেজাজ দুটোই খিঁচড়ে যায়। এই ক্লাসে একটা ভারী বিচ্ছু ছেলে আছে। নাম তার নাদু। নন্দন মাল। পদবীটা শুনে অসীমবাবুর প্রথমে একটা নেতিবাচক ভাবনা পাক দিয়ে উঠেছিল। এরকম পদবী কারও হয়! তাদের কলকাতা অঞ্চলে তো বাপু এমনটা কোনদিন শোনেনি। আস্তে আস্তে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাল পদবীটাও মেনে নিয়েছিলেন। ওই পদবীর মতই ছেলেটা পাজী। কেউ পছন্দ করে না। দুরন্তপনার বাঁশঝাড় যেন। পারতপক্ষে অসীমবাবু ওকে ঘাটান না। ক্লাসে তো তবু যেতেই হয়।

এই সেদিন ক্লাসে গিয়ে শুনতে হলো নতুন কথা—স্যার যাঁরা মহান হয়েছেন তাঁরাও তো ছোটবেলায় দুষ্টুমি করতেন, করতেন না?

শুনে অসীমবাবু মথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানাতে জানাতে ভাবছিলেন, এরপর এই ছেলে কোথায় তাঁকে পৌঁছে দেবে। সেটাও টের পেলেন ক'দিনের মধ্যেই। সেদিন পাঠ্য বিষয় ছিল শরৎচন্দ্র। 'মহেশ' গল্পটি পড়াতে হবে। মানসিক প্রস্তুতি ছিলই। শুরু করার মুখেই নাদু জিজ্ঞেস করে বসলো— স্যার, শরৎচন্দ্রও তো বাল্য বয়সে খুব দুরন্ত ছিলেন, তাই না? শুনেছি স্কুলেও খুব দুষ্টুমি করতেন।

মনে মনে শঙ্কিত অসীমবাবু ছাত্রদের মনের ভাবনা-চিন্তার আকাশটাকে নাদুর প্রশ্ন-কেন্দ্রিক আলোচনা থেকে দূরে সরাতে চাইলেন। বললেন-সে বিষয়ে অন্য একদিন আলোচনা করব। আজ বরঞ্চ একটু অন্য কথা বলি। তারপর আমরা 'মহেশ' ধরব, কেমন?

ছাত্ররা যেন গল্পের গন্ধ পেল। একবাক্যে সায় দিল- ঠিক আছে স্যার।

মনে হয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন অসীমবাবু। এরপর একটা প্রশ্ন রাখলেন তাদের কাছে- ধর তোমাদের সামনে একদিকে প্রচুর টাকা পয়সা, সোনাদানা ইত্যাদি রাখা হল। অন্যদিকে রাখা হল শত-সহস্র বুদ্ধি, মেধা ইত্যাদি। তোমরা তাহলে প্রথমে কোনটা গ্রহণ করবে?

প্রশ্নটা শুনে ক্লাসে প্রথমে নেমে এল একটা স্তব্ধতা। সকলে চুপ। এমন একটা প্রশ্ন ওরা আশা করেনি। মজার হলেও প্রশ্নের মধ্যে অদ্ভুত একটা বিষয় আছে। এরকম হয় নাকি! একদিকে টাকাপয়সা আর অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তি— একে একে সকল ছাত্রই দাঁড়িয়ে জবাব দিল— স্যার, এর উত্তর দেওয়া তো খুব সহজ। আমি টাকাপয়সাই নেব। ক্লাসের প্রতিটি ছাত্রই ঐ এক জবাব দিল। নাদুও ওই জবাবই দিল। তারপরই সে ধাঁ করে জানাতে চাইল, আপনাকে যদি এই প্রশ্নটাই করা হয় তাহলে আপনি কি করবেন?

মৃদু হেসে অসীমবাবু বললেন— আমার জবাব হল - আমি কিন্তু বুদ্ধি, মেধা ইত্যাদি সবার আগে চাইতাম ... তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়েই নাদু দাঁড়িয়ে উঠে বললো— আপনি ঠিক জবাব দিয়েছেন স্যার। যার যা নেই সে তো সেইটেই আগে চাইবে...

সারা ক্লাসে তখন হাসির হুল্লোড়।